আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

হেমন্তকালীন সংখ্যা

কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৪৩১

পুজো শেষ। বাতাসে এখন লেগেছে শীতের হাওয়ার নাচন। আর কদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে ফিল্মোৎসবের জন্যে তাড়াহুড়ো। তারপর হই হই করে ঘাড়ে এসে পড়বে বাঙালির আরেকটি প্রিয় আয়োজন : বইমেলা। পাঠক মহলে শুরু হয়ে গেছে প্রস্তুতি। এরই মধ্যে 'বাংলা স্ট্রিট' এসে গিয়েছে তার উষ্ণতার আয়োজন নিয়ে। আনন্দ আয়োজন হবে আর 'বাংলা স্ট্রিট' থাকবে না পাশে এমনটা কি হয় , না হয়েছে গত দিনগুলোতে ! উৎসব আর না–উৎসবের রেশ নিয়েই আসুন মন ভালো করে নেওয়ার চেষ্টা অন্তত করি, কী বলেন!

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

পুজো কেটে গেল । পুজোর রেশ কাটতে কাটতে না কাটতেই এসে গেছে আগাম শীতের আমেজ। যদিও এখনো ঠান্ডা পড়েনি, কিন্তু একটা আমেজ বাতাসে লাগতে শুরু করেছে। কিন্তু এবার বাঙালির মনে সেই উৎসবের আমেজে কোথায় যেন ভাঁটা পড়েছিল বেশ খানিকটা। তারা পুজোয় একেবারে যে মাতেনি তা যেমন নয়, তেমনি আর জি কর কাণ্ডের রেশ তাকে ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন বিব্রত রেখেছিল।

আসলে রাজ্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে একটা ডামাডোল চলছে এটায় শিলমোহর পড়ে গেছে ঢের আগেই। ডাক্তারবাবুরা যে রদবদলের দাবিগুলো তুলেছেন সেগুলোয় যে যাথার্থ্য রয়েছে তাতেও এখন কোনো মহলে কোনো সন্দেহ নেই। এখন কেবল প্রশ্ন কবে এই জরুরি রদবদলগুলি সমাধা হবে। সেই সঙ্গে রাজ্যের মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে আর জি কর কাণ্ডের পর থেকে মাত্র কয়েক পক্ষের মধ্যে রাজ্যের আনাচে কানাচে ধর্ষণের বেড়ে যাওয়া। রাজ্যে এই সেদিন পর্যন্ত তো এই অবস্থা ছিল না। এর মধ্যে কী এমন ঘটল যাতে দুষ্কৃতিরা আচমকাই প্রায় এত সাহস পেয়ে গেল ? নাকি এই অবস্থাই ছিল, মানুষ কেবল জানতে পারছিলেন না, এই যা ? এই মুহূর্তে এই জরুরির থেকেও জরুরি প্রশ্নের জবাব খুঁজতে ব্যস্ত রাজ্যের মানুষ। এবং এইখানেই বলা বাহুল্য কপালে ভাঁজ সম্ভবত সরকারেরও। আশা করা যাক টনক নড়েছে তাঁদেরও। নিশ্চয় চেষ্টা চলছে অবস্থা বদলানোর। মানুষের সার্বিক সমর্থনে ক্ষমতায় আসা একটি সরকারের কাছে এটাই তো মানুষের একমাত্র দাবি হওয়া উচিত, তাই না ?

মানুষ বিচার চাইছেন। অন্যায় বিনা বাধায় চলুক এটা কেউই চান না। আজও না, ভবিষ্যতেও না। অকারণ রাজনীতির তর্কে না গিয়ে বলার, বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত হোক। অনেক সময় চলে গেছে, অহেতুক শব্দ প্রতিশব্দের পাকে পড়ে মানুষ কিন্তু এই মূল কথাটাকেই আর ভুলে যেতে রাজি নন।

সূচিপত্র

আর্থিক বৈষম্য দূর করা দূরে থাক, অবস্থা সামাল দেওয়া যাবে তো ! **Page 5**
দীপক রায়

আজব আবিষ্কার **Page 7**
তপন সাহা

বিশেষজ্ঞদের বিশেষ স্বীকৃতি পেলেন ঋত্বিক ঘটক **Page 9**
তপন দাশ

ইতিহাস গড়ে ফের ফিরলেন ট্রাম্প **Page 10**
অলকা দাশগুপ্ত

জীবনে সুস্থতা আনতে আদার থেকে ভালো বন্ধু নেই **Page 12**
ত্রিদিব ধর

লন্ডনে 'ইন্দো-ইউরোপ উৎসব' - আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির উদযাপন **Page 14**
নিজস্ব প্রতিনিধি

ইউরোপের ডায়েরি (অষ্টম পর্ব) **Page 16**
ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (সপ্তম পর্ব) **Page 20**
বাবলু সাহা

রঙে রেখায় রাজপুতানা **Page 23**
আদিত্য সেন

ফিরে দেখা (সপ্তম পর্ব) **Page 26**
প্রদীপ শ্রীবাস্তব

অলিম্পিক আয়োজন : আবেদন করল ভারত **Page 29**
স্বপন দে

আসছে আই পি এলের নিলাম **Page 30**
তাপস দাশ

অন্য জগৎ **Page 32**
নিজস্ব প্রতিনিধি

আর্থিক বৈষম্য দূর করা দূরে থাক, অবস্থা সামাল দেওয়া যাবে তো !

দীপক রায়

রাজস্ব থেকে বাণিজ্য, ঘাটতি সর্বত্র। এদিকে গত ১০ বছরে ২০১৪ সালে যা ছিল তার থেকে তিন গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে দেশের ঋণ। তখন, অর্থাৎ ২০১৪-য় কত ছিল দেশের ঋণ ? হিসেব বলছে মোট ৫৫ লক্ষ কোটি। এবং এই কবছরে তা বেড়েছে ওই তিন গুণেরও বেশি। অথচ দেশকে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পৌঁছে দেবার জন্যে রীতিমতো সকালে বিকেলে প্রতিশ্রুতি শুনতে অভ্যস্ত হয়ে চলেছে দেশবাসী। আর এর ফাঁকেই কখন যে পেট্রল ডিজেলে ভর্তুকি স্বপ্ন হয়ে গেছে টেরও পাননি তাঁরা। রান্নার গ্যাসের ভর্তুকিও ছিল বটে টাকার হিসেবে ২০ টাকা মতো কিন্তু সেটাও স্বপ্ন হল বলে ! ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতির দেশের বাসিন্দা হতে চলেছেন যাঁরা তাঁদের সম্ভবত অত জিনিস মনে রাখলে চলে না। এবং ফল ? হিসেব বলছে চলতি আর্থিক বছরের শেষেই ১৮৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের পাহাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠবার ব্যবস্থা পাকা হতে চলেছে তাঁদের জন্যে। অন্তত অর্থমন্ত্রকের দেওয়া হিসেব মানলে অবস্থাটা তা-ই। বাড়ছে সুদের বোঝা। সে কী আর করা যাবে ! লক্ষ্য যখন বড়ো তখন অমন দু দশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। কেউ কেউ চমকে উঠছেন বটে এই চলতি অর্থ বছরেই কেবল প্রথম সাত মাসে ভারত স্রেফ ঋণ বাবদ সুদের টাকা গুনেছে অন্তত ৬ লক্ষ কোটি টাকা শুনে। না, চমকে লাভ নেই । কেন চলে না ? না, ওই যে বললাম লক্ষ্য যখন বড়ো তখন ওরকম হয় ! আছে তো

সরকার কেন্দ্রে। সামাল দেবার কাজ তো তারা ঘাড়ে নিয়েই এসেছে। তবে কিনা এতেও বাগ মানার মতো ঘাড় পাততে অরাজি কেউ কেউ শিউরে উঠছেন জেনে যে, এই চলতি অর্থ বছরের শেষে দেশকে মেটাতে হবে সাড়ে ১১ লক্ষ কোটি টাকা , ওই একই সুদের খাতে। স্বাভাবিক । ছেঁড়া হোক, তালি মারা হোক, দুর্গন্ধময় হোক, যেমন তেমন একটা কাঁথাতে হলেও শুয়ে স্বপ্ন দেখা আর দেখানোরও তো একটা দাম আছে এটা তো মানতেই হবে, তাই না ! সাত মণ তেল না পুড়লে স্বপ্নের রাধা নাচতে যাবে কেন খামোকা !

তা, তেল পুড়েছে। সাত মণই পুড়েছে। কীরকম ! কীরকম আবার , চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ৬ মাসে সরকার আয় করেছে কিন্তু ১৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৭৪ কোটি টাকা। কোত্থেকে হল ? কোন গৌরী সেন এসে দিয়ে গেলেন ওই পরিমাণ টাকা ? কোন গৌরী সেন আবার ? চিনতে পারছেন না নিজেদের ? আরে এই টাকার সিংহ ভাগই তো এসেছে জনগণের দেওয়া ট্যাক্স থেকে। কিন্তু অর্থ কমিশনের ফর্মুলা অনুযায়ী আদায়ীকৃত করের একটা অংশ তো প্রাপ্য রাজ্য সরকারের। এই মুহূর্তে এই প্রদেয় অংশের পরিমাণ হল গিয়ে আদায়ীকৃতের ৪১ শতাংশ। কিন্তু তাতে রাজ্যের সমস্ত দায় মেটে কি ? এমনকি এন ডি এ-র মুখ্যমন্ত্রীরা পর্যন্ত এতে কম ক্ষুব্ধ নন। তাঁদের দাবি , এই অংশ করা হোক অন্তত ৫০ শতাংশ। যাতে মোটেই কান দিতে রাজি নয় কেন্দ্র। স্বাভাবিক। কারণ, তা দিলে রাজ্যগুলোর প্রায় হাভাতে হতে বসা চেহারার সামান্য হলেও হয়ত উন্নতির আশা অদূরে থাকলেও থাকতে পারে বটে , কিন্তু কেন্দ্রের তাতে চলবে কী ! কারণ ঋণের বোঝা নিয়ন্ত্রণ করতেই তো ব্যর্থ হচ্ছে তারা। সেই সঙ্গে আছে আমদানি রপ্তানির ভারসাম্য হীনতা, মূল্যবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণহীনতা। যাকে বাগে আনতে হিমশিম খাচ্ছে সরকার। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কী করা উচিৎ তা-ই নিয়ে রীতিমতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তারা।

আজব আবিষ্কার

তপন সাহা

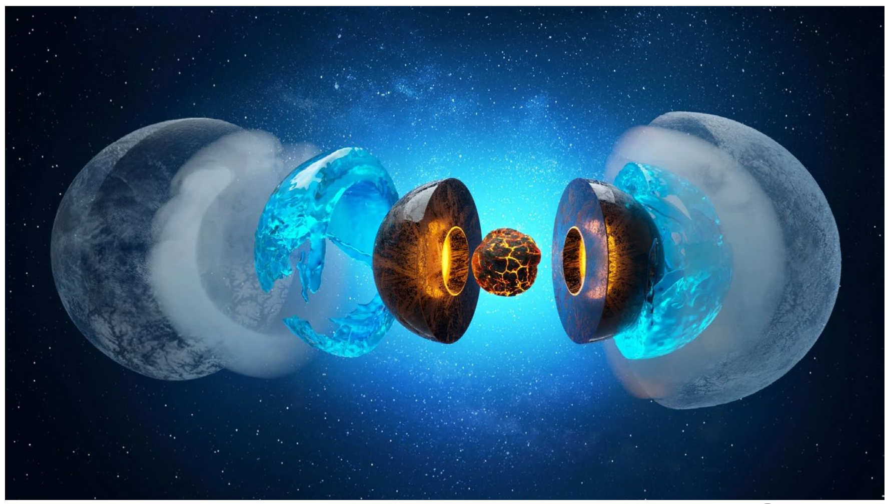

ভূপৃষ্ঠের এক নয় , দুই নয়, কম করেও ৭০০ কিলোমিটার নীচে 'সবচেয়ে বড় মহাসাগর'-এর সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। চোখ কপালে তোলার মত খবরে তোলপাড় বিশ্ব। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর প্রায় ৭০০ কিলোমিটার গভীরে আরও একটি মহাসাগর আবিষ্কার করেছেন, যা পৃথিবীর সমস্ত মহাসাগরের মিলিত চেয়ে তিন গুণ বড়। এর ফলে তাহলে কি বদলে যেতে চলেছে পৃথিবীর মহাসাগরের তালিকা? বলা হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এই যে বিশালাকার মহাসাগরের সন্ধান পেয়েছেন এটি সকল মহাসাগরের চেয়ে তিন গুণ বড়। এটি পৃথিবীর ৭০০ কিলোমিটার নীচে আবিষ্কৃত হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আবরণে এই ষষ্ঠ মহাসাগরটি আবিষ্কার করেছেন। হিসেব বলছে, আমাদের পৃথিবীতে প্রধানত তিনটি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে উপরের পাতলা পৃষ্ঠ, যার উপর জল, মাটি, প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। এর নীচে খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি ম্যান্টেল রয়েছে, যা সবচেয়ে ভিতরের এবং তৃতীয় স্তর - কোর পর্যন্ত যায়। কোরকে তরল পদার্থে ভরা বলা হয় যেখানে এত তাপ থাকে যে কঠিন আকারে কিছুই থাকতে পারে না।

এখন, প্রশ্ন হল, পৃথিবীর ৭০০ কিলোমিটার ভিতরে সমুদ্র তাহলে কিভাবে আবিষ্কৃত হল? জানা যাচ্ছে এ কাজে সিসমোগ্রাফের সাহায্য নেন বিজ্ঞানীরা। আমেরিকা জুড়ে সিসমোগ্রাফের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এগুলো এমন তরঙ্গ, যা পৃথিবীর গভীরে গিয়ে

আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা ৫০০ টিরও বেশি ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা জানতে পেরেছেন ম্যান্টেলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় একটি নির্দিষ্ট এলাকায় তরঙ্গের গতি কমে যায়। এর থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন পাথরের মধ্যে জল রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এই জল পৃথিবীতে উপস্থিত মহাসাগরগুলির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে, বদলে যেতে চলেছে পৃথিবীর মহাসাগরের তালিকা । কেবল তা–ই নয়, এতে করে বদলে যাবে গোটা দুনিয়ারই চেহারা।

লেখা ৩

বিশেষজ্ঞদের বিশেষ স্বীকৃতি পেলেন ঋত্বিক ঘটক

তপন দাশ

৪ নভেম্বর চলে গেল বাংলা সিনেমার গর্ব পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন। ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রয়াত হয়েছিলেন সরবজনমান্য এই কালজয়ী চিত্র পরিচালক। বাঙালি সশ্রদ্ধ স্মরণ করেন এই প্রতিভাবান কালজয়ী চলচ্চিত্রকারকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মাত্র কিছুদিন আগে সেরা দশটি ভারতীয় সিনেমার নাম প্রকাশ্যে এনেছে FIPRESCI India। বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী সেরার সেরা অস্কারজয়ী পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালি’। FIPRESCI India –র পোল অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’। তৃতীয় স্থান দখল করেছে মৃণাল সেনের ‘ভুবন সোম’ (১৯৬৯)।

ঋত্বিক ঘটকের সিনেমার সংখ্যা বেশি না। অর্থাভাব ও নানা কারণে তিনি বেশি সিনেমা করেননি, এমনকি কিছু তথ্যচিত্র ও শর্ট ফিল্মের কাজ হাতে নিয়েও শেষ করতে পারেননি। এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে ঋত্বিক ঘটকের ছবির সংখ্যা মাত্র আটটি।

'নাগরিক', 'অযান্ত্রিক', 'কোমল গান্ধার', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'সুবর্ণরেখা', 'যুক্তি, তক্কো ও গপ্পো', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' এই সিনেমাগুলো বাংলাকে চেনার, তৎকালীন সমাজকে বোঝার কালজয়ী দলিল। তাঁর প্রতিভা সহজাত হলেও ঠিকভাবে বিকশিত হতে পারল না। দায় কার !! অনেক প্রশ্ন থেকেই গেল।

লেখা ৪

ইতিহাস গড়ে ফের ফিরলেন ট্রাম্প

অলকা দাশগুপ্ত

আল্ট্রা রাইট পলিসি, তুমুল আগ্রাসন, প্রবল উগ্রতা সম্বল করে ফের মার্কিন মসনদে বসতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যথেষ্ট লড়াই দিয়েও হারতে হল কমলা হ্যারিসকে। মার্কিন জনগণের মধ্যে , বলা হচ্ছে যে, সুপার ডুপার হিট হয়েছে 'কমলা ব্রোক ইট, ট্রাম্প উইল ফিক্স ইট' এই রীতিমতো কলার তোলা শ্লোগান। ট্রাম্প কার্ড হয়েছে ডনের পেশী ফোলানোই। ৭টি সুইং স্টেটের মধ্যে ৬টিতেই জয়ী হয়েছেন ট্রাম্প। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে ২৭৭টি ইলেক্টোরাল ভোট, কমলা হ্যারিসের পক্ষে ২৬৬টি ইলেক্টোরাল ভোট পড়ে। টেক্সাস, ফ্লোরিডা, পেনসিলভেনিয়া, ওহিও, নর্থ ও সাউথ ক্যারোলিনা দখলে রইল রিপাবলিকানদের। হাউস অফ রিপ্রেসেন্টেটিভসের লড়াইয়েও এগিয়ে রিপাবলিকানরা। ডেমোক্র্যাটের দখলে ক্যালিফোর্নিয়া, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, কানেক্টিকাট, কলোরাডো, ওরেগান ।

প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই , যে, আর্থিক সংকট আর ইমিগ্রেশন নিয়ে সুর চড়িয়েই কি তাঁর এবারের প্রত্যাবর্তন ? ইতিমধ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জয়ের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তবু এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় ইনিংসের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে ভারত। কারণ, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর নীতি নির্ধারণ করবে আগামী দিনে ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক কোন পথে এগোবে। বিশেষ করে- H-1B ভিসা নিয়ে আইন, বাণিজ্য ও স্টক মার্কেটের মতো বিষয়গুলি। তবে অনেকেই আশাপ্রকাশ করছেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্প দ্বিতীয় ইনিংস

শুরু করার পর ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে নতুন দিক খুলে যাবে। কিন্তু, সেই আশা কতটা সমীচিন ?

ট্রাম্পের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের অর্থ, আমেরিকার নতুন এই প্রশাসন আরও বেশি আমেরিকা-কেন্দ্রিক বাণিজ্য-নীতি তৈরির চেষ্টা করবে। ভারতের উপর বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ কমানোর জন্য চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করবে। শুল্ক-বিষয়েও থাকবে ট্রাম্প প্রশাসনের নজর। এর ফলে ভারতের মূল যে ক্ষেত্রগুলি অর্থাৎ- তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধ ও বস্ত্র-ব্যবসার উপর প্রভাব পড়বে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। আমেরিকার বাজারে এইসব সামগ্রী বিশাল পরিমাণে রফতানি করে ভারত। তাই, ট্রাম্প প্রশাসন চাইবে, এবিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার।

আবার ট্রাম্পের পদক্ষেপ ভারতকে চ্যালেঞ্জের মুখেও ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ওয়াকিবহাল মহল। ভারতকে বাণিজ্য-কৌশল নতুন করে ভাবতে হতে পারে। যদিও ভারত সবসময় ইতিবাচক সুযোগ-সুবিধার জন্য দরজা খোলা রাখে। ট্রাম্পের প্রথম দফায় দেখা গিয়েছিল,যোগ্যতার মাপকাঠি সংকুচিত করে H-1B ভিসা প্রোগ্রাম সীমিত করার প্রচেষ্টা। পাশাপাশি আবেদন যাচাই করা বাড়ানো। ২০২৫ সালে এ বিষয়ে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন। তাঁর সরকার লক্ষ্য রাখবে যাতে, আমেরিকান কর্মীদের অবস্থা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সামগ্রিক পদক্ষেপের জেরে, H-1B ভিসার সংখ্যা কমতে পারে। তবে, উচ্চতর ডিগ্রি ও বিশেষজ্ঞের দক্ষতাধারীদের পথ সুগম হতে পারে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সম্প্রতি উন্নতি হয়েছে ভারত-চিন সম্পর্কের। পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাহিনী সরিয়ে নিয়েছে দুই দেশই। যদিও ভারত-চিন সম্পর্কের উন্নতি, পারস্পরিক বিশ্বাস গড়ে ওঠার জন্য অনেক পথ চলা বাকি। পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে তা এখনই নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। কাজেই কোনোভাবে এ বিষয়ে নজর ঘোরাতে পারবে না নয়াদিল্লি। এদিকে পূর্বতন জো বাইডেনের থেকে চিনের উপর একটু বেশি কড়া মনোভাব নিয়ে চলেন ট্রাম্প। কাজেই, ভারত-চিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের সমর্থন ভারতের দিকে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হাসিনার। প্রশ্ন একটাই : এই সম্পর্কের ছায়া কি পড়তে চলেছে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বিদেশ নীতিতে ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে একমাত্র সময়।

লেখা ৫

জীবনে সুস্থতা আনতে আদার থেকে ভালো বন্ধু নেই

ত্রিদিব ধর

আদা খাবেন ভাবছেন ? নিয়মিত ? আজ্ঞে না, আপনাকে বাধা দেব না ! প্রতিদিন আদা খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে। আপনাকে প্রতিদিন এক টুকরো আদা খেতে হবে না। একটি বড় টুকরো খেলেই কাজ হবে । এবার জানতে চাইবেন তো কাজ বলতে কী কাজ ? আসুন জেনে নেওয়া যাক।

আদা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি : আদায় শরীরে যে কোনো রকম প্রদাহ দ্রুত কমে যায়। এটি কমে, মনে রাখতে হবে, আদার প্রদাহ-বিরোধী প্রভাবের কারণে।

বমিভাব অদৃশ্য হয়ে যায় : আপনি কি প্রায়ই সকালে বমি বমি ভাব বোধ করেন? বাজি ধরে বলতে পারি যে প্রতিদিন আদা খাওয়া আপনাকে সাহায্য করবে ! প্রতিদিন আদা খেলে বমি বমি ভাব কমে যাবে। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলারা এবং কেমোথেরাপি নিচ্ছেন এমন লোকেরা এটি থেকে উপকৃত হতে পারেন।

পেশীর ব্যথা কমানো : আপনার কি পেশী ব্যথা বা শরীরের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যথা আছে ? আদা খাওয়া এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো প্রভাব ফেলতে পারে। প্রতিদিন আদা খেলে ব্যথা কমে যাবে।

মলত্যাগের গতি বাড়ায় : প্রতিদিন আদা খাওয়া আপনার মলত্যাগের জন্য অনেক উপকার করে। আপনি কি নিয়মিত কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন ? তাহলে এটি আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী।

মলত্যাগের গতি বাড়ায়: প্রতিদিন আদা খাওয়া আপনার মলত্যাগের জন্য অনেক উপকার করে। আপনি কি নিয়মিত কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন ? তাহলে এটি আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

মাসিকের ব্যথা : মাসের এই সময়ে আপনি কি সমস্যায় ভোগেন ? তাহলে প্রতিদিন আদা খাওয়া আপনাকে এই ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। আদা এক্ষেত্রে ব্যথার ওষুধ খাবার থেকে অনেক সহজে কাজ দিতে পারে বলে ডাক্তারবাবুরা মনে করেন। আদা তীব্র পেটে ব্যথা উপশম করতেও সাহায্য করতে পারে।

কোলেস্টেরল কমায়: এক মাস ধরে প্রতিদিন আদা খাওয়া শরীরের ‘খারাপ’ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করতে পারে। আদার মধ্যে থাকা উপাদান রক্তে ট্রাইগ্লিসারিয়েডের পরিমাণ কমায়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : আদার মধ্যে থাকা অ্যান্টি–ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। ইতিমধ্যে ঠান্ডা লেগেছে ? তাহলে তো আদা আপনাকে দ্রুত সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে একেবারে নিঃসন্দেহে।

লন্ডনে ‘ইন্দো-ইউরোপ উৎসব’ - আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি

এই 'গ্লোবাল ভিলেজ' জমানায় আমরা সবাই নেট-নাগরিক, ভার্চুয়াল বন্ধনে আবদ্ধ। তবু মাঝে মাঝে সাধ জাগে ছুঁয়ে দেখি দূরের বন্ধুকে, আলিঙ্গন করি তার সংস্কৃতিকে। ভিনদেশের মঞ্চে তুলে ধরি আপন ভাবনা, মিশিয়ে দিই সবার রঙে। আর বাংলা ভাষার টানে যখন চিরকাল এপার ওপার একাকার, তখন গঙ্গা, পদ্মা, টেমস সঙ্গমে দুকূল ভাসানো ঢেউ উঠবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। ঠিক এই ভাবনা নিয়েই গত এপ্রিলে হয়েছিল লন্ডন মহোৎসব, আরো ডানা মেলে আগামীতে যা হতে চলেছে ‘ ইন্দো-ইউরোপ উৎসব’ । যৌথ আয়োজক কলকাতার পিকাসো ও লুক ইস্ট মিডিয়া।

২০২৫-এর এপ্রিল মাসে তিনদিনের এই বর্ণময় উৎসবের প্রস্তুতি এখন চলছে জোর কদমে, কলকাতা আর লন্ডনে। তৈরি হচ্ছেন কলকাতা, মুম্বই, ঢাকা আর ব্রিটেনের শিল্পীরা। ২৫ এপ্রিল প্রাক উৎসব সন্ধ্যায় ' ইন্দো-ইউরোপ আইকন অ্যাওয়ার্ড' সৃষ্টি করবে ইতিহাস। খোদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অফ লর্ডস-এ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হবে কয়েকজন বিশ্ব নাগরিককে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য।

২৬ আর ২৭ এপ্রিল রমফর্ড –এর মেফেয়ার ভেন্যুতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জমজমাট মিলনমেলা। প্রবাসী আর এপার ওপারের বাঙালি তো বটেই, ভারতের নানা প্রদেশের মানুষ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোক আসছেন উৎসবের রং গায়ে মেখে নিতে। 'শুধু জাতীয় নয়, আমাদের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি। সেজন্য উৎসবের সব অনুষ্ঠানেই থাকবে ভারত, বাংলাদেশ ছাড়াও নানা দেশের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ছোঁয়া।' জানালেন অন্যতম আয়োজক আশিস পন্ডিত। আর এক আয়োজক শুভম দত্তের কথায়, 'ব্রিটেনের নানা শহর থেকে, ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও আমন্ত্রণ আসছে উৎসব করার জন্য। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই হবে। ২০২৫ সালে লন্ডনের উৎসবেই আভাস পাওয়া যাবে কতটা নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পেরেছি আমরা।'

এখনই ভারত-বাংলাদেশ-লন্ডনের শিল্পী তালিকা জানাতে চান না উদ্যোক্তারা। বিশেষ করে বলিউডের তারকা সঙ্গীতশিল্পীর নাম তো টপ সিক্রেট। তবে এটুকু জানা গেল, নাচ-গান-আবৃত্তি- নাটক- ফ্যাশন শো তো বটেই, চেনা ছকের বাইরে পা রেখে বেশ কিছু কনক্লেভ আয়োজন করা হচ্ছে। বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন ভারত, বাংলাদেশ, ব্রিটেনের নামী বিশেষজ্ঞরা। থাকবে বিদেশি সংস্থার সঙ্গে ব্যবসায়িক সমঝোতার সুযোগ। এত বড় আয়োজনে বইমেলা তো থাকবেই। আর থাকবে বাঙালির মগজাস্ত্রে শান দেওয়া বিশেষ আলোচনা সভা। বক্তাদের নাম ক্রমশ প্রকাশ্য।

এপ্রিলের হাল্কা শীতে 'ইন্দো-ইউরোপ উৎসব' -এর রঙে রামধনু ফুটে উঠবে লন্ডনের আকাশে।

লেখা ৭

ইউরোপের ডায়েরি (অষ্টম পর্ব)

ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

অস্ট্রিয়ার পর এবারের গন্তব্য জার্মানি। ট্যুরটা বেশ ভালোই চলছে। মোটামুটি সকলের মধ্যে বেশ ভালোই জানাশোনা হয়ে গেছে। কদিনের জন্য যেন এক বৃহৎ পরিবার গড়ে উঠেছে। ছোটোরাও খেলা গান গল্প নিয়ে দারুণ উপভোগ করছে। জার্মানি হল মধ্য ইউরোপের এক সমৃদ্ধ দেশ। এর আশেপাশের দেশগুলি হল, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি। রাজধানী হল বার্লিন, আর ফ্রাঙ্কফুর্ট হল এ দেশের অর্থনৈতিক কেন্দ্র। একসময় এই দেশ পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিতে ভাগ হয়ে যায়, যদিও পরে আবার এক হয়ে যায়। ফ্যুয়েরার হিটলার এবং নাৎসি শাসনের কথা আমরা সবাই পড়েছি। শিক্ষা সাহিত্য বিজ্ঞান, খেলাধূলা, সব ক্ষেত্রেই এই দেশ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে। গুন্টার গ্রাস, কার্ল মার্কস এ দেশেরই মানুষ।

প্রথমে যাওয়া হল ব্ল্যাকফরেস্টে। এটি দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানির একটি মনোরম স্থান এবং সুইজারল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত। এখানে আছে ঘন অরণ্য, পর্বত, জলপ্রপাত। এই জায়গা বিখ্যাত কাক্কু ক্লক, ব্ল্যাকফরেস্ট কেকের জন্য। গল্পকথায় আছে যে এই বনে মুন্ডহীন ঘোড়সওয়ার ঘুরে বেড়াত। এরকম প্রবাদ তো অনেক জায়গাতেই শোনা যায়।

ডুবা কাক্কু ক্লক ফ্যাক্টরিতে যাওয়া হল। একজন কর্মী কিছু কথা বললেন কাক্কু ক্লক সম্পর্কে এবং কিভাবে তা তৈরি হয় দেখালেন। বেশ ভালোই লাগছিল দেখতে।

খুব ইন্টারেস্টিং। বললেন পাণ্ডেজি। আমরা কিনলাম কাক্কু ক্লক। আরও কয়েকজন কিনল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থানীয় কৃষকরা বন থেকে গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ করে তাই দিয়ে ঘড়ি তৈরি করত বাড়তি উপার্জনের জন্য। ঘড়ি বাজলে কোকিলের মত আওয়াজ হয়।

ভেতরে একটা বিশাল স্টাফড বাদামী ভাল্লুক রয়েছে। রূপকথা ভয় পাচ্ছিল। নীলাঞ্জনাকে তার পাশে দাঁড় করিয়ে ছবি তুললাম।

ব্ল্যাকফরেস্ট থেকে ভাল্লুক অনেকদিন আগেই বিলুপ্ত হয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করা হল। একটা দেওয়ালে বড় ঘড়ির ডায়াল রয়েছে। সেখানে ডুবা লেখা রয়েছে। তার সামনে আমাদের তিনজনের ছবি তুলে দিলেন এক জার্মান ভদ্রলোক। আমিও তার সঙ্গে তার স্ত্রীর ছবি তুলে দিলাম।

কাছেই একটা মনোরম লেক রয়েছে, যার আশেপাশে খুব সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। বেশ ভালো হাওয়া দিচ্ছে।

এবারে যাওয়া হল ট্রাইবার্গ ওয়াটারফলস দেখতে। এই জলপ্রপাতের উৎস হল গুটাখ নদী।

জলধারা ছড়িয়ে পড়ছে আর নেমে আসছে এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করে। আমি ফলসের ওপরে চলে গেলাম।

এরপর দেখে নিলাম পার্শ্ববর্তী সোয়ার্জওয়াল্ড মিউজিয়াম। সেখানে রয়েছে স্থানীয়দের অনেক জিনিসপত্র, পোষাক প্রভৃতি।

কিছু খেয়ে নেওয়া হল এবারে। ব্ল্যাকফরেস্ট কেকের স্বাদ নেওয়া হল। এরপর দেখা হল ব্ল্যাকফরেস্ট ওপেন এয়ার মিউজিয়াম। এখানে অরণ্য অঞ্চলের কিছু পুরোনো বাড়ি সংরক্ষিত রয়েছে। একদম অন্য রকমের মিউজিয়াম।

এরপর যাওয়া ফ্রাঙ্কফুর্ট এ। পরদিন সকালে শুরু হল দেখা।

প্রথমে দেখা হল রোমারবার্গ। এটি রয়েছে শহরের সিটি স্কোয়ারের প্রাণকেন্দ্রে এবং এটি হল অনেকগুলি বিভিন্ন আকৃতির বাড়ির সমষ্টি। দেখতে বেশ ভালো লাগছিল।

সাড়ে ছশো তলা উঁচু মেন টাওয়ারের ওপরে যাওয়া হল। এখান থেকে পুরো শহরটাই সুন্দরভাবে দেখা যায়। এই শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে মেন নদী, যার থেকেই এই নাম।

দারুণ অভিজ্ঞতা। বলল নীলাঞ্জনা। বোটানিক্যাল গার্ডেন বা পাম গার্ডেন দেখা হল। বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে এই মনোরম উদ্যান। প্রচুর গাছপালা রয়েছে এখানে। অনেক গ্রীনহাউসও রয়েছে।

চোখ জুড়িয়ে যায়। বললেন মিস্টার শ্রীনিবাসন।

বার্থোলোমিউ ক্যাথেড্রালও খুব সুন্দর। এটি নির্মিত হয়েছিল ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এটি লাল স্ট্যান্ডস্টোন দিয়ে তৈরি। স্ট্যাডেল মিউজিয়ামে রয়েছে বিখ্যাত শিল্পীদের অনন্য চিত্র ও শিল্পকর্ম। ঘুরে ঘুরে দেখা হল সব।

মিউজিয়াম দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। অনেক দেখা হল। এবারে খাওয়াদাওয়ার পালা। বেশ জমিয়ে খাওয়া হল একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে।

এরপর কালকে ফেরার ফ্লাইট। সবারই একটু মন খারাপ হয়ে গেছে। এবারে ঘরে ফিরে প্যাকিংএর পালা। নীলাঞ্জনা চটপট প্যাকিং করতে পারে। আমি সাহায্যকারী।

পরদিন ভারাক্রান্ত মনে আমরা হাজির হলাম ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে। এবারের মত ইউরোপকে বিদায় জানালাম। আবার হয়ত আসবো কোনো সময়।

বোর্ডিং এনাউন্সমেন্ট হচ্ছে। আমরা এগিয়ে চললাম প্লেনের দিকে।

এর পর আগামী সংখ্যায়

লেখা ৮

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (সপ্তম পর্ব)

বাবলু সাহা

তখনকার মতো সাময়িকভাবে ফিরে এসে, হিজলী শরীফের পাশের রাস্তার দুধারে প্লাস্টিক শিট এবং বাঁশ কাঠামো দিয়ে তৈরী যেসব মনোহারী দ্রব্য, সাধারণ হোটেল, খাবারের দোকানের সারি, তারমধ্যে একটিতে ভিতরের কাঠের টেবিলের সামনে রাখা বেঞ্চিতে বসে, সাধারণভাবে রান্না করা মোটা চালের ভাত, চিকেন এর অর্ডার দিলাম। একটু পরেই খাবার এলো, ভাত - ডাল - সব্জি আর আলুভাজা, সাথে পিয়াঁজ লেবু কাঁচালঙ্কা।

অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল, খিদের পেটে অমৃতসম ওই লাঞ্চ খেয়ে, দাম মিটিয়ে আবার চললাম সেই বীচের উদ্দেশ্যে। এবার হাঁটতে থাকলাম ডানদিক ধরে সোজা।

প্রায় পুরো শুনশান নির্জন ফাঁকা জনমানব কোলাহলহীন সী বীচ ধরে বেশ খানিকটা সামনের দিকে এগোতেই অদূরেই চোখে পড়ল, বড় - মাঝারি সাইজের মৃত ম্যানগ্রোভ গাছের সারি।

সে এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। একেকটি গাছ, একেকভাবে তাদের নিজস্ব শিল্প প্রতিকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গায়ে গা লাগিয়ে। অবাক দৃষ্টিতে বিমোহিত হয়ে দেখছিলাম, প্রকৃতি সৃষ্ট এই শিল্প।

ততক্ষণে আবার সমুদ্রে জোয়ার চলে এসেছে।

কয়েকটি ছবি তুলে, সেই জোয়ারের জলে পা ডুবিয়ে এবার ফেরার পথে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকলাম।

আমাদের সেই অস্থায়ী নিবাসের কাছাকাছি এসে, বিকেলের সূর্য না ডোবা অবধি আমরা বিচেই রয়ে গেলাম। এদিক সেদিক বেশকিছু ছোটছোট লাল কাঁকড়ার দল ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। যেখানে জল কিছুটা নেমে দূরে সরে গেছে, সেখানে ভিজে সাদা বালির উপরে ছোট ছোট শঙ্খের আলপনা।

এরপর সূর্য ডুবতেই আমরা আমাদের ঘরে এসে, কলকাতা থেকে সাথে নিয়ে যাওয়া একটি বড় সাইজের ক্যারি ম্যাট্রেস, নাইট ভিশন হেডটর্চ, জলের বোতল নিয়ে, গেলাম সমুদ্রের পাড়ের ধারঘেষে যেসব ছাউনির হোটেল ছিল, তার একটিতে। সেখান থেকে দুজনের রাতে খাবার জন্য দু প্যাকেট ভেজ চাউ নিয়ে চললাম সী বীচের উদ্দেশ্যে। তখন ঘড়িতে রাত প্রায় ৮টা বাজে।

আমরা বেশকিছুদুর হেঁটে সমুদ্রের একেবারে কাছে, যেখানে ঢেউ পায়ের সামনে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে, সেখানে ম্যাট্রেস বিছিয়ে বসলাম।

সেদিনটা ছিল পূর্ণিমার রাত। চারপাশ ধু ধূ করছে। শুধুই সমুদ্রের ঢেউ আর রাতচরা – সামুদ্রিক পাখিদের আওয়াজ। ঢেউগুলি পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে।

আমরা দুজন কতক্ষণ বেঁহুশ হয়ে চুপচাপ প্রকৃতির এই খেলা, তন্ময় চিত্তে উপভোগ করছিলাম জানিনা। হঠাৎ হুঁশ ফিরতে, ঘড়িতে দেখি রাত ১১টা বেজে গেছে।

ধীরেসুস্থে হেডটর্চের আলোয় আমাদের ক্যারি ম্যাট্রেস বেঁধে, অত রাতে ওই ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চাউমিন গলাধঃকরণ করে, রওনা দিলাম আমাদের সেই সাধারণ ঘরের উদ্দেশ্যে।

ঘরে ফিরেই আলো নিভিয়ে বিছানায় লম্বা হলাম এবং সাথে সাথেই অতল ঘুমের গভীরে। তখন মাঝরাত, কিছু একটা শব্দ পেয়ে কাঁচা ঘুম ভেঙে বিছানায় শুয়েই দেখতে পেলাম, ঘরের ভিতরে বেশ কয়েকজোড়া চোখ আমাদের দিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বল করছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। আচমকাই সম্বিৎ ফিরতেই বুঝতে পারি যে, ঘরের দরজা ঠেলে একপাল বুনো শিয়াল ঢুকে পড়েছে।

তখন মনে পড়লো যে, দুজনের কেউই ঘরে ঢোকার পর, দরজার ছিটকিনি এবং খিল আটকাইনি।

এর পর আগামী সংখ্যায়

লেখা ৯

রঙে রেখায় রাজপুতানা

আদিত্য সেন

।। চার ।।

জয়সলমের থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে খাবা ও কুলধারার কথা শুনে ও পড়ে ঐ পরিত্যক্ত গ্রাম দু'টি দেখতে বশিষ্ঠ আগ্রহী হয়ে ওঠে। একসময় এই দু'টি গ্রাম সমৃদ্ধ ছিল, এখন শুধু ধ্বংসাবশেষ। কুলধারার মন্দিরের চূড়ো এখনও অক্ষত রয়েছে, দূর থেকে দেখা যায়। খাবা-এর উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়ালে দূরে দেখা যায় যেন হালকা পর্দায় ঢাকা জয়সলমের-এর দুর্গ। স্কেচ খাতাটা বার করে আঁকতে লাগল। কখন সকালের মিঠে সোনা গড়িয়ে গেল তপ্ত রৌদ্রকণায়-- খেয়াল ছিল না। পাথরের বেষ্টন পেরিয়ে বড় একটা অঙ্গনে বসে ছিল বশিষ্ঠ। সূর্যোদয়ের আলোতে হঠাৎ ওর মনে হল ইতিহাসের গর্ভ থেকে গ্রাম দু'টি যেন উঠে এসেছে। পাথরের তৈরী গ্রাম, সবই আছে, শুধু মানুষ নেই। চৌপালে বসে গোটা গ্রামটা দেখা যাচ্ছে। ঢুকতেই গোয়ালঘর; পাশে উটের বা মোষের গাড়ি। মাঝখানে রাস্তা, জ্যামিতিক নক্সায় তৈরী রাস্তার ধারে ধারে নানা লোকের নানা মহল্লা । দরজায়-জানলায় অপূর্ব কাজ। শোবার ঘর, রান্নাঘর, স্নানঘরের সঙ্গে লাগোয়া নর্দমা। গ্রামের মোড়ল থাকে একদিকে; অন্য দিকে কুমোর পাড়া, কামার, ছুতোরমিস্ত্রি, ব্যবসায়ী ও কারিগর। না জানি কত সুন্দর ছিল এই দু'টি গ্রাম। চৌপালে সন্ধ্যার পরে বুড়ো অশ্বত্থ গাছের নীচে পঞ্চায়েত বসেছে। গ্রামের সবাই এসে জড় হয়েছে।

দুই শতাব্দী আগের কথা; এই দুই গ্রামের বাসিন্দা ছিল কৃষক সম্প্রদায়ের পালিওয়াল ব্রাহ্মণ । ওরা এই শুষ্ক বালিয়াড়িতে নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফসল ফলাত। বড় বড়

গর্ত--যাকে এরা বলত ‘খাদান'-- এক একটা ভূমিক্ষেত্র। তার চারপাশে লাগাত বড় বড় গাছ--খেজরী, বাবলা, নিম, অশ্বত্থ ও আম। গাছই জমির আর্দ্রতা বজায় রাখত, তার সঙ্গে লাগাত ক্যাকটাসের ঝাড়। পাশে কুয়ো, বড় বড় চৌবাচ্চা। বৃষ্টির সবটুকু জল ধরে রাখার পাকা ব্যবস্থা। এত ঘেরাটোপের মধ্যে জমি সুরক্ষিত থাকত বলে বালির ঝড়েও আবাদী জমির কোন ক্ষতি হত না। এভাবে এরা অনেক রকম ফসল ফলাত, এমন কি গমও ।

সেটা ১৭৬২ সাল। জয়সলমের-এর রাজা মুলরাজের সময় রাজার নামে রাজ্য শাসন চালাত তাঁর অত্যাচারী দেওয়ান মেহতা সালিম সিংহ। দেওয়ানের নজর পড়ল পালিওয়ালাদের ওপর--এত ফসল ফলাচ্ছে, খাজনা দেবে না কেন ? পালিওয়ালাদের বক্তব্য, এত পরিশ্রম করে যেখানে শস্য ফলাতে হয় সেখানে আবার খাজনা কিসের! দেওয়ানজী এই যুক্তি মানতে রাজী নয় । ফলে ওদের কারা- গারে পুরে রাখা হল । পালিওয়ালারা বুঝে গেল এই শোষণের শেষ নেই; ছাড়া পাবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে এল যে, এবার থেকে খাজনা দেবে। ছাড়া পাবার পর তারা ঠিক করল এখানে আর থাকা চলবে না; রাতারাতি তাই গ্রাম খালি । বশিষ্ঠ অবাক হয়ে ভাবছিল যে গ্রাম একদিন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ছিল, কি এক অবিশ্বাস্য কারণে তা নিমেষের মধ্যে সব শেষ। আজ গ্রামের বেশীর ভাগ সুন্দর কাজ-করা দরজা, লোভী ব্যবসায়ীরা তুলে নিয়ে গেছে। অর্থের বিনিময়ে ইতিহাসের পাতা দমকা হাওয়ায় ওড়ে।

বালির ঝড়ে, প্রকৃতির তাণ্ডবলীলায় জয়সলমের-এর ইতিহাসে কতবার যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল, তার ঠিক ঠিকানা নেই। রাতের অন্ধকারে বা জ্যোৎস্না রাতে 'পালিওয়াল ব্রাহ্মণদের পালিয়ে যাবার চিত্রটা বশিষ্ঠ স্পষ্ট দেখতে পায় যেন। জয়সলমের-এ বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নামে, লোকেদের সে কি দুর্দশা! ১৮১৫-এর আকাল চলেছিল পরপর তিন বছর। ১৮৯৯ সালে আবার এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ, ১৯০২ সালেও। চার বছর ধরে এই তাণ্ডবলীলা । বিপর্যয় হলেই লোকেরা তখন সিন্ধে পাড়ি দিত। সেবার ৫০ হাজার লোক সিন্ধে পালিয়ে গিয়েছিল। কত লোক মরেছিল তার হিসাব নেই। দেড় লক্ষের ওপর গবাদি পশু আর সাড়ে সাত হাজার উট নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সময় সারা দেশেই আকাল লেগে থাকত, ত্রাণকার্যের জন্য অর্থ পাওয়া ভার ছিল। জয়সলমের-এর জন্য মাত্র ৫২ হাজার টাকা খরচ করা হয়।

কান পাতলে বশিষ্ঠ এখনও শুনতে পায় দিগন্ত জুড়ে বুক-চেরা হাহাকার । অতীতের গর্ভ থেকে উঠে আসে কঙ্কালসার কালো কালো মানুষ। হলুদ-বরণ বালির ওপর কে যেন কালের কালি লেপে দিয়েছে। আকালের কঙ্কালসার চেহারা ফোটাতে ধূসর হলুদ

রঙটাকে কাজে লাগাল বেশী। পালিওয়ালাদের ভয় আর ত্রাসের চেহারা ফোটাতে হালকা নীল রঙের সঙ্গে মেশাল একটু ব্ল্যাক ডায়মণ্ড । চাঁদের আলো পড়েছে অন্ধকারের বুকে রুপোলী রঙের সঙ্গে মেশাল হালকা হলুদ ও সবুজ। ভিগনেটের ধোঁয়াশায় মনে হচ্ছে তারা যেন পালিয়ে যাচ্ছে।

অমাবস্যার রাত। এই পালিওয়ালাদের পাগড়ি-পরা যুবক, বৃদ্ধ আর সব খেটে-খাওয়া মানুষ ভীত ত্রস্ত হয়ে নিঝুম মরুপ্রান্তর দিয়ে হাঁটছে, মেয়ে, মা-বউ চলেছে নিঃশব্দে ঘোমটা টেনে। সঙ্গে চলেছে উটের গাড়ি। ঘুমন্ত শিশুসন্তান, বাপের কোলে, পিঠে, কাঁধে চড়ে যাচ্ছে অজানা দেশে । জল রঙে অদ্ভুত ফুটেছে এদের মুখেচোখের দৃষ্টি।

পালিওয়ালাদের ওভাবে পালিয়ে যেতে দেখেই বশিষ্ঠ রতনকে বলেছিল-- মানচিত্রে এই খাবা নামটা এখনও দেখছি। এখন খাবাতে যারা থাকে, তারা হয়ত কেউ পালিওয়াল ব্রাহ্মণদের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাবার কথা জানে না। আমি খাবা-এর কাছাকাছি বা সাম-এর কোন গ্রামে গিয়ে মারুর পল্লীবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই।

রতনু কি যাদু করেছিল কে জানে। কনহৈ-এর মেয়ে-বউ বাদে সবাই সিমেন্ট-বাঁধান এক চত্বরের পাশে জড় হয়েছিল। গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান, বি. ডি. ও., মাস্টার, ছাত্র আর ব্যবসায়ী। এক কৌতূহলী জনতা বশিষ্ঠের দাড়ি-গোঁফ ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

বশিষ্ঠ এদের এঁকে নিচ্ছিল মনে মনে। গোঁফ এরা রাখবেই। জোরাল ভ্রু' জোড়া। অনেকের দাড়ি-গোঁফ। চোখ দুটো অচঞ্চল । অনেকে বলে আর্যদের হুবহু দেখতে চাও, রাজস্থানে যাও । পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে প্রৌঢ়ের চিবুক থেকে মাঝা- মাঝি চিরে দু'পাশে কানের ওপর প্যাঁচানো। কানে খাদ-না-মেশান সোনার মাকড়ি ।

লেখা ১০

ফিরে দেখা (সপ্তম পর্ব)

প্রদীপ শ্রীবাস্তব

ইলোরা হলের ড্রেস সার্কেলের টিকিটের মূল্য ছিল তুলনামমূলকভাবে অনেকটাই বেশি। এটি ছিল সবার উপরে একটি আলাদাভাবে ঘেরা জায়গায় দামী ও আরামদায়ক সোফাসেট রাখা মোটামুটি ৪জনের আরামদায়কভাবে একসাথে বসে সিনেমা দেখার জায়গা।

আর, এর আরেকটি বিশেষত্ব ছিল এই হলের পর্দা। যা বেহালার অন্য কোন হলে ছিল না।

অন্যান্য হলের পর্দা যেমন সিনেমার শো শুরু হওয়ার আগে দু পাশে সরে যেত, এই হলে সেখানে সুদৃশ্য ঝালর লাগানো কালচে লাল রঙের পর্দা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে উন্মোচন হত।

এই হলের সঙ্গে কৈশোর যৌবন বয়সের কত যে সুখ - দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

তার মধ্যে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি :

তখন আমার বয়স ১৮-২০বছর হবে। সেসময়ে একদা অত্যন্ত হিট বা জনপ্রিয় একটি মালটিস্টারার ছবি ' ইয়াদো কী বারাত ' পুণরায় এই ইলোরা হলে এসেছিল। এবং, তখনও এর জনপ্রিয়তা এতটুকুও কমেনি। ছবি প্রতিদিনই হাউসফুল যেত।

তো, একদিন আমিও সেদিনের ম্যাটিনি শো দেখবো বলে মূল গেট খোলার বহুক্ষণ আগেই অসম্ভব ভীড় লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম তখনকার দিনের ৬০পয়সার ফ্রন্ট স্টলের টিকিট কাটবো বলে (সব হলেই ফ্রন্ট স্টলের চেয়ার বা দর্শক আসন অন্যান্য সিটের মতো গদি আঁটা ছিলনা, পুরোটাই কাঠের তৈরী)।

হঠাৎ আচমকাই আমার হাতে সজোরে একটি হ্যাঁচকা টান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম, বাবা আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে সোজা নিয়ে গিয়ে তুললো রিক্সায়। আসলে আমাদের বিপণি বেহালা ট্রামডিপো এবং ইলোরা হলের খুবই কাছে হওয়ায়, বাবা যখন দুপুরে বাড়িতে ফিরছিলেন দুপুরের লঞ্চ খেতে যাওয়ার জন্য, তখনই আমাকে লাইনে দাড়ানো অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন। ফলে যা হওয়ার ছিল, এরপর বাড়িতে ফিরে ঘরে ঢুকিয়ে বেদম মার। চমক অপেক্ষা করছিল পরেরদিন। দুপুরে বাবা আগের দিনের মত যথারীতি বাড়িতে ফিরেই আমাকে কাছে ডেকে নিলেন। আমি তো তখন দুরুদুরু বক্ষে ভয়ে কাতর। না জানি আবার কী অপেক্ষা করছে আমার গতকালের কৃতকর্মের জন্য। ও মা, সেসব কিছুই না করে, সস্নেহে আমাকে ধরে, আমার হাতে ১০টাকা ধরিয়ে দিয়ে (সেসময়ে ১০টাকা মানে অনেক টাকা আমার কাছে) বললেন যে, এই টাকাটা খরচ করে আগামীকাল আমি যেন ভদ্রলোকের মতো ডি সি ব্যালকনির টিকিট কেটে ওই সিনেমাই দেখতে যাই, বাকী পয়সা দিয়ে হাফটাইমে যেন কিছু খেয়ে নিই।

এর কারণটি পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

যেহেতু আমি তখনকার দিনে বেহালার বুকে একটি নামজাদা বিপণির মালিকের ছেলে, এবং সেসময়ে বাবার পরিচিতি ছিল বহুদূর বিস্তৃত, সেহেতু আমাকে ওই ৬০পয়সার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর আত্মসম্মানে লেগেছিল, লুকিয়ে সিনেমা দেখার অপরাধে নয়।

আমি কিন্তু পরেরদিন সেই টাকা নিয়ে অম্লানবদনে আবারও সেই ৬০পয়সার টিকিট কেটেই সিনেমা দেখেছিলাম। কেন সেদিন ফ্রন্ট স্টলের টিকিট কেটে সিনেমা শো দেখেছিলাম, তার আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটটি এবার বলি।

আসলে ৩৭-৬০-৭৫-৯০ ও ১,১০পয়সার ফ্রন্ট স্টলের সিটে বসে সিনেমা দেখাটি ছিল কিন্তু শুধুমাত্র নিছকই পয়সার অভাবে নয়, যদিও সবার ক্ষেত্রে নয়, অনেক সাধারণ মানুষ ছিলেন, যাঁদের সিনেমা দেখার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও, বেশি দামের টিকিট কেটে সিনেমা দেখাটা তাদের কাছে ছিল বিলাসিতা। এসব দর্শকদের মধ্যে বেশকিছু অতি সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ যেমন ছিলেন, আবার দিন আনি দিন খাই গোছের একেবারে দীনমজুর এবং শ্রমিক শ্রেণিও ছিলেন।

আর এর অধিকাংশই আবার ছিলেন কলেজ পড়ুয়া যুবক তরুণ শ্রেণি। এই গ্যালারির টিকিটের লাইন বা ভিড় সামলাতে স্থানীয় থানার পুলিশের কালঘাম ছুটে যেত। কারণ, এক একেকটি এলাকার হলে লোক্যাল দাদাগিরি অনেকসময় হাতাহাতি, রক্তপাত, কিছু যুবকের হাতে থাকতো লোহার রড, সাইকেলের চেইন, বড় বড় সোর্ড, ছুরি ইত্যাদি। কথায় কথায় পুলিশের এবং হলের দশাসই দারোয়ানের বেদম প্রহার এবং লাঠিচার্জ।

এর পর আগামী সংখ্যায়

লেখা ১১

অলিম্পিক আয়োজন : আবেদন করল ভারত

স্বপন দে

দেশের মাঠে অলিম্পিকের আয়োজন নিয়ে রীতিমতো ভাবনাচিন্তা শুরু করল ভারত। আগামী ২০৩৬-এর অলিম্পিক যেন ভারতের মাটিতে হয় এই মর্মে আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে আবেদন করল ইন্ডিয়ান অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশন (আই ও এ)। ২০৩৬ সালে গেমস আয়োজন করতে চেয়ে লিখিত আবেদন করা হয়েছে বলেই জানিয়েছে তারা। পাঠানো হয়েছে লেটার অফ ইন্টেন্ট। ২০২২-এ বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করেছিল কাতার। অলিম্পিক্স নিয়ে উৎসাহী তারাও। এই সঙ্গে নাম আছে মিশর, ইংলন্ড, ইন্দোনেশিয়া সহ আরো কয়েকটি দেশ। ভারতও এই তালিকায় রয়েছে বলেই জানানো হয়েছে। এর আগে এশিয়াড, কমনওয়েলথ গেমস, অনূর্ধ ১৭ যুব বিশ্বকাপের আয়োজন করেছে ভারত। এবার যদি অলিম্পিক্সের আয়োজনের সুযোগ ছিনিয়ে আনা যায় তাহলে তা হবে ভারতের মুকুটে আরেকটি উজ্জ্বল রত্নের সমান – এরকমই জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স সংস্থায় ভারতের প্রতিনিধি নীতা আম্বানি।

আসছে আই পি এলের নিলাম

তাপস দাশ

এবার সৌদি আরবের রিয়াদে এবারের আইপিএলের নিলাম আয়োজিত হতে পারে। এবং সেই নিলাম হতে পারে চলতি মাসের শেষের দিকেই। ওয়াকিবহাল মহলের সূত্রে কিন্তু এমনটাই দাবি করা হচ্ছে। সূত্র মারফৎ জানানো হয়েছে যে এবারের মেগা নিলামের দিনক্ষণ নির্ধারিত করার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার জন্য কর্তারা ইতিমধ্যেই কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। এক সূত্র জানান, 'আধিকারিকরা ওখানে (রিয়াদে) দিনক্ষণ এবং জায়গা ঠিক করার জন্য গিয়েছিল। শীঘ্রই সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে।'

নিলামে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দশটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বাধিক ২৫ জন খেলোয়াড়কে দলে নিতে পারবে। এর আগে রিটেনশনে সর্বাধিক ছয়জন করে ক্রিকেটারকে ধরে রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে। রিটেনশন বা নিলামের সময় আরটিএম কার্ড দিয়ে মোট ছয়জন ক্রিকেটার ধরে রাখতে পারত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। তবে মাত্র দুই দলই ছয়টি করে তারকাকে রিটেন করেছে। এদের মধ্যে কলকাতা নাইট রাইডার্স অন্যতম। এই রিটেনশন তালিকা প্রকাশের পর কলকাতা নাইট রাইডার্সের নিলামের জন্য কত টাকা অবশেষ রয়েছে, সেই নিয়ে ধন্দ ছিল।

নাইটরা সর্বাধিক ১৩ কোটি টাকায় রিঙ্কু সিংহকে রিটেন করেছে। বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারিন, আন্দ্রে রাসেলদের ১২ কোটি টাকা করে দিয়ে দলে রেখেছে নাইট। আর গত বারের চ্যাম্পিয়ন দল আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসাবে রিটেন করেছে হর্ষিত রানা ও রমনদীপ সিংহকে। এই দুই তারকার জন্যই খরচ হয়েছে ৫৭ কোটি। সেই অনুযায়ী ১২০ থেকে ৫৭ কোটি টাকা গেলে আর ৬৩ কোটি টাকা অবশিষ্ট থাকার কথা। কিন্তু প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায় কেকেআরের কাছে আর ৫১ কোটি টাকাই রয়েছে। কিন্তু কেন? এই বাড়তি ১২ কোটি টাকা গেল কই?

বিষয়টা রয়েছে নিয়মে। আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম রিটেনশনকে ১৮, দ্বিতীয় ১৪, তৃতীয়কে ১১, চতুর্থকে ১৮ এবং দুই আনক্যাপড ক্রিকেটারকে সর্বাধিক চার কোটি টাকা করে দিয়ে দলে ধরে রাখতে পারে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। কেকেআর তাঁদের সব ক্রিকেটারদেরই তুলনামূলক কম টাকায় দলে থাকতে রাজি করিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আইপিএল কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি যাই করুক, ছয় রিটেনশনের জন্য কমপক্ষে ৬৯ কোটি টাকা তাঁদের ঝুলি থেকে কাটা হবে।

সেই জন্যই কেকেআর মোট ৫৭ কোটিতে দলের ছয় তারকাকে খেলার জন্য রাজি করিয়ে নিলেও, তাঁদের ঝুলি থেকে মোট ৬৯ কোটিই কাটা যাবে। তাই মেগা নিলামে বাধ্য হয়েই নাইটদের ৫১ কোটি টাকা হাতে নিয়েই দল গড়তে নামতে হবে।

অন্য জগৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি

বইওয়ালার বইআড্ডা

সম্প্রতি শ্যামবাজার সেরাম সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বইওয়ালা প্রকাশনের বইয়ের আড্ডা। ছটি কবিতার বইয়ের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচনের পাশাপাশি ছিল কবিতাপাঠ, আবৃত্তি পরিবেশন। পেশায় চিকিৎসক মানস দাস ও স্বপ্নদীপ সেনগুপ্তর কাব্যগ্রন্থ, কবি রহিত ঘোষাল, আবিরলাল মুখোপাধ্যায় এবং রাখিবা খাতুনের কাব্যগ্রন্থের উন্মোচন হয় এইদিন। আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন কবি সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সুমিতাভ ঘোষাল, কবি ও শিল্পী পারমিতা চট্টোপাধ্যায়ন এবং সমাজকর্মী পীযূষ রঞ্জন ঘোষ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সোনালী ভট্টাচার্য, প্রতিভা বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে কবিতাপাঠ করেন অমৃতা গঙ্গোপাধ্যায়, সায়নী বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, পৌষালী সেনগুপ্ত, বিষ্ণু চক্রবর্তী প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন রূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক জয় সেনগুপ্ত।

বিজয়া সম্মিলনী

সম্প্রতি ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা সুব্রত বন্দোপাধ্যায়-এর ব্যবস্থাপনায় শোভাবাজার নাটমন্দিরে 'বিজয়া সম্মিলনী'-র আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজকর্মী, প্রবীণ নাগরিক ও দুর্গা পুজো কমিটির সদস্যদের সম্বর্ধনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সুদীপ রায়, পাবলিক প্রসিকিউটর দীপঙ্কর কুণ্ডু সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কেশব নাগ-এর মনোজ্ঞ সঙ্গীত উপস্থাপন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অঞ্চলের স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজকর্মী শুভাশিস চক্রবর্তী।

কবিতাপাঠের জমজমাট আসর

২০১৪ সালের মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুরে রামকিশোর ভট্টাচার্যের বাড়িতে শুরু হয়েছিল স্থানীয় কবিদের নিয়ে একটি কবিতাপাঠের আসর । সে সময় মৃদুল দাশগুপ্তর বৃহস্পতিবার অফ ডে থাকায় তার নিয়মিত উপস্থিত থাকার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । তারপর থেকে একমাত্র করোনা মহামারীর সময় বাদ দিয়ে প্রতিমাসের শেষ বৃহস্পতিবার এই আসর নিয়মিতই চলেছে । আসরটির নাম "বেস্পতির আড্ডা " । পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবি , গল্প লেখক ,

আবৃত্তি শিল্পী , সঙ্গীত শিল্পীরা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষী কবি ও বিদেশের কবিরাও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন এই আড্ডায় । গত ৩১ শে অক্টোবর এই আড্ডার ১০০ তম আসরটি বসেছিল রামকিশোর ভট্টাচার্যের বাড়িতে । সম্প্রতি আড্ডাটির আনুষ্ঠানিক শততম পর্বটি হয়ে গেল শ্রীরামপুরে "রায় বাহাদুর" রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর পিতা রঘুরাম গোস্বামী নির্মিত রাজবাড়ির ঠাকুর দালানে । উঁচু উঁচু থাম , দেওয়ালে পঙ্খের কাজ করা খিলান দেওয়া প্রশস্ত রাজবাড়ির ঠাকুর দালানে আয়োজিত এই আসরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ৭৫জন বিভিন্ন জেলার কবি , আবৃত্তি শিল্পী , গল্পলেখক , সঙ্গীত শিল্পী ।

অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হয় রমা ঘোষ , নমিতা চৌধুরী , মৃদুল দাশগুপ্ত ,সুশোভন অধিকারী , শুভেন্দু ব্যানার্জী , রূপক চট্টরাজ ও ইন্দ্রাণী গোস্বামীকে ।

কবিদের মধ্যে ছিলেন চৈতালী চট্টোপাধ্যায় , ইশিতা ভাদুড়ী , তাপস রায় , ঋজুরেখ চক্রবর্তী , অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় , চিত্রা লাহিড়ী , অরণ্যা সরকার ধীমান চক্রবর্তী , অমিত সরকার , শৈলেন কুমার দত্ত , দীপক লাহিড়ী , অরুণাংশু ভট্টাচার্য , সঞ্চারী গোস্বামী প্রমুখ অণুগল্প পড়লেন সুশোভন অধিকারী ,শতদ্রু মজুমদার সহ আরও অনেকে দ্বৈত আবৃত্তি করলেন অমিত চক্রবর্তী ও স্বাতী দাস এবং গৌতম দাস ও দেবাশিস ভট্টাচার্য সহ আরও দু'একজন । সূচনাসঙ্গীত পরিবেশন করলেন অধ্যাপিকা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গবেষক ইন্দ্রাণী গোস্বামী । ছিলেন মিত্রা ভট্টাচার্যও । ইন্দ্রাণী গোস্বামীর এ বছর সঙ্গীতজীবনে ৫০ বছর পূর্ণ হল । অনুষ্ঠানে অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট্ট মেয়ে চর্যা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাততম জন্মদিনের জন্যে উপস্থিত সবাই মিলে শুভেচ্ছা উপহার দিয়েছেন ।

সোয়া তিন ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে প্রায় প্রত্যেক অতিথি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন ।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন